গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
প্রোগ্রাম শাখা

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন "এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম" শীর্ষক প্রকল্পের ১ম পিআইসি কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	এন এম জিয়াউল আলম সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	২১ মে ২০২০ খ্রি.
সভার সময়	বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান	Zoom Cloud Platform.
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের পরিচয়পর্ব শেষে সভাপতি এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক জনাব ড. মো: আব্দুল মান্নান, পিএএ (অতিরিক্ত সচিব)-কে সভার আলোচ্যসূচি ও প্রস্তাব উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের আহবান জানান।

এটুআই এর প্রকল্প পরিচালক জানান, পূর্ববর্তী প্রকল্পের সকল কার্যক্রমের ধারবাহিকতা রক্ষা করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন নতুন প্রকল্প 'এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম' জানুয়ারি' ২০২০ মাসে যাত্রা শুরু করেছে। তিনি নতুন প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অত:পর নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

২) আলোচনা :

আলোচ্যসূচি-১: প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও অর্জন-সম্পর্কিত

প্রকল্প পরিচালক সভায় কোভিড-১৯ এর কারণে উদভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় এটুআই কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রমসহ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও অর্জনসমূহ উপস্থাপন করেন। তিনি নতুন প্রকল্প সম্পর্কে বলেন যে, ৪ বছর মেয়াদী 'এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয় ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ। তিনি আরও জানান নতুন প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৪৮৫.৪৪৬২ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি খাতে ৪০৩.৬৪৮২ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক অর্থায়ন ৮১.৭৯৮০ কোটি টাকা।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি জানান যে, কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে এটুআই প্রোগ্রাম নাগরিক সমস্যা সমাধানে টেকনোলজি ব্যবহার করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইইডিসিআর, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিএসএমএমইউ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ স্কাউট, ধর্ম মন্ত্রণালয়, এনএসডিএ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে স্বাস্থ্য-সেবা, শিক্ষা-সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ডিজিটাল পেমেন্ট, ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার করে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বেসিস সভাপতি জনাব সৈয়দ আলমাস কবির জানান যে, এক-পে উদ্যোগের জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহার বৃদ্ধিতে সরকারি সকল ফি অনলাইনে প্রদান বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। তিনি আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিকে সম্পৃক্ত করে ই-নথি সিস্টেমের রোল-আউট কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান। বেসিস সভাপতি এটুআই-এর র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৩০ টি ডিজিটাইজড সেবার তালিকা প্রকাশের অনুরোধ জানান।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মো: রুহুল আমীন জানান যে, ই-নথির গতি বৃদ্ধি করা হলে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। তিনি আরও জানান যে, জরুরি সময়কালীন কোন একটি উদ্যোগ বা সিস্টেম তৈরি করা হলে জরুরি অবস্থার পরিবর্তন হলে উক্ত উদ্যোগ/ সিস্টেম ব্যবহার যথাযথভাবে হয় কি না সে বিষয়টি মূল্যায়ন করা জরুরি।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মো: খলিলুর রহমান জানান যে, ই-নামজারিসহ এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগসমূহের যথাযথ প্রচার প্রয়োজন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তিনি এই কার্যক্রম অতি দ্রুত সম্পন্ন করার অনুরোধ করেন।

আলোচ্যসূচি-২: ২০১৯-২০ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৫৪৪১.২২ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে ৩৮০১.০১ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে, এবং ১৮৫৪.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপনপূর্বক জানান যে, অপরিশোধিত বিল পরিশোধ এবং বরাদ্দকৃত অর্থ খাত-অনুযায়ী ব্যয় করা হলে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে।

আলোচ্যসূচি-৩: ক্রয়-সংক্রান্ত চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারকের ধারাবাহিকতা রক্ষা-সম্পর্কিত আলোচনা

প্রকল্প পরিচালক বলেন, এটুআই-II প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর ৬ (ছয়) মাস no cost extension এ ছিল। উক্ত প্রকল্পে গৃহিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রডাক্টসমূহ অদ্যাবধি চলমান রাখতে হচ্ছে বিধায় অপরিশোধিত বকেয়া বিলসমূহ পরিশোধ ও চুক্তিসমূহ চলমান প্রকল্পে স্থানান্তর করা প্রয়োজন। তিনি জানান যে, 'এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের টিএপিপি-তে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সম্পাদিত ও চলমান সকল ক্রয়-সংক্রান্ত চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারকসমূহ পরবর্তী প্রকল্পে স্থানান্তরের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে (Approved TAPP page 36: Transferring Contracts) এবং 'একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই-II) প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের সর্বশেষ 'প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি'-এর ১৫তম সভায় (১০ ডিসেম্বর ২০১৯) নতুন প্রকল্প অনুমোদনের পর সকল ক্রয়-সংক্রান্ত চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারকসমূহ ধারাবাহিকতার স্বার্থে স্থানান্তরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে (১৫তম প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি সভার সিদ্ধান্ত ৩.১)।

আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), জনাব মো: মামুন-আল-রশীদ মত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু পূর্বে সম্পাদিত চুক্তিসমুহের আইনগত দিক পরীক্ষা করেই চুক্তিসমূহ করা হয়েছিল সেদিক বিবেচনায় চুক্তির ধারাবাহিকতা রক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। কিন্তু বকেয়া বিল প্রদান বা আর্থিক সংশ্লেষের ক্ষেত্রে পিপিআর/আর্থিক বিধিবিধান অনুসরন করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের উপসচিব রহিমা বেগম চুক্তি স্থানান্তরের সাথে সাথে আর্থিক বিষয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরের বিষয়ে টিএপিপিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে কিনা জানতে চান। সভায় উপস্থিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মো: রুহুল আমীন, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), জনাব মো: মামুন-আল-রশীদ এর সাথে একমত পোষণ করে বলেন যে, চুক্তির ধারাবাহিকতার বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই কিন্তু সমাপ্তকৃত কোন ব্যয় পরিশোধের বিষয়ে টিএপিপিতে উল্লেখ থাকতে হবে। এটুআই প্রকল্পের যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক জনাব সেলিনা পারভেজ জানান যে, টিএপিপি-এর ৬১ এবং ৬২ পৃষ্ঠায় আর্থিক স্থানান্তরযোগ্য চুক্তি ও বিল সংক্রান্ত একটি তালিকা দেয়া রয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), জনাব মো: মামুন-আল-রশীদ বলেন যে, টিএপিপিতে তালিকা থাকলেও যেগুলো সমঝোতা স্মারক সেগুলোর ধারাবাহিকতা থাকবে কিন্তু ক্রয়সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ contract law/ পিপিআর অনুযায়ী পরিচালিত হবে। তবে, পিপিআর এবং অন্যান্য নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট বকেয়া বিল পরিশোধে কোনো বাধা নেই মর্মে তিনি মতামত দেন। এটুআই-এর পলিসি এ্যাডভাইজর জনাব আনীর চৌধুরী জানান যে, পিপিআর অনুসরণ করেই ক্রয়-সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ করা হয়েছে এবং এর জন্য বাজেটে সংস্থান রয়েছে। তিনি জানান যে, হোপ-এর অনুমোদন হলে বিল পরিশোধে কোন জটিলতা থাকবে না। অর্থ বিভাগের উপ-সচিব জনাব রহিমা বেগম জানান যে, টিএপিপি-তে চুক্তিসমূহ ট্রান্সফারের বিষয়ে উল্লেখ থাকলে হোপের অনুমোদন সাপেক্ষে অপরিশোধিত বিল প্রদানে কোনো বাধা নেই।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে, ক্রয়-সংক্রান্ত চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারকসমূহ ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে নতুন প্রকল্পে স্থানান্তর হওয়া এবং পিপিআর ও আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে এই সংক্রান্ত অপরিশোধিত বিলও পরিশোধ করা যেতে পারে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।

আলোচ্যসূচি-৪: জেলা ব্র্যান্ডিং-এর পণ্যসমূহ 'একশপ' ই-কমার্স প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিপণন

সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, জেলা ব্র্যান্ডিং-এর আওতায় বাংলাদেশের জেলাগুলোতে বিভিন্ন ধরণের প্রসিদ্ধ পণ্য রয়েছে, যা সুযোগের অভাবে স্থানীয় অবস্থানের সীমা পেরুতে পারছে না। তিনি আরও বলেন যে, প্রচার, পৃষ্ঠপোষকতা এবং বাণিজ্যিকীকরণে জেলা ব্র্যান্ডিং পণ্যের সাথে একশপের সংযোগ ঘটানো হলে পণ্যসমূহের দেশ-বিদেশে প্রচার এবং বাণিজ্যিকীকরণে একশপ ভূমিকা পালন করতে পারবে। ফলে, দেশের জেলা ব্র্যান্ডিং-এর পণ্যসমূহের দেশব্যাপী প্রচার ঘটবে, সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং জেলার বেকার যুবকরা ই-কমার্সের মাইক্রো মার্চেন্ট এবং উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে উৎসাহী হবে। সভাপতি এ পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মো: রুহুল আমীন জানান যে, বিভিন্ন ধরণের প্রসিদ্ধ পণ্যের পাশাপাশি কৃষি পণ্যের ব্র্যান্ডিং এবং মার্কেটিং-এর বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ইতোমধ্যে কিছু কৃষি পণ্য এই কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

এটুআই-এর রুরাল ই-কমার্স স্পেশালিস্ট জনাব রেজওয়ানুল হক জামি জানান যে, 'ফুড ফর নেশন' উদ্যোগের আওতায় মৌসুমী ফল বিপননের জন্যও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বেসিস-এর সভাপতি জনাব সৈয়দ আলমাস কবির জানান যে, একশপ উদ্যোগটিকে কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলে উদ্যোগটি স্বাধীনভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হবে এবং তৃণমূল পর্যায়ে ই-কমার্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদার হবে।

আলোচ্যসূচি-৫: প্রকল্পের উদ্যোগসমূহের অনলাইন প্রশিক্ষণ

সভায় প্রকল্প পরিচালক প্রস্তাব করেন যে, করোনা বাস্তবতায় এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল প্রশিক্ষণ চালু করা যেতে পারে। সভাপতি অনলাইনে মাসব্যপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে জানিয়ে প্রকল্প পরিচালকের প্রস্তাব সমর্থন করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণে গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অতি দ্রুত অনলাইন প্রশিক্ষণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।

এটুআই-এর পলিসি এ্যাডভাইজর জনাব আনীর চৌধুরী জানান যে, ডিজিটাল প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ভাতাও প্রদান করা যেতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) জানান যে, প্রশিক্ষণ ভাতার সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও আর্থিক বিধি-বিধান মেনে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদান করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, ভাতা প্রদান করা হলে প্রশিক্ষণার্থীগণ অনলাইন প্রশিক্ষণে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ হবে। এটুআই-এর জনাব আফজাল হোসেন সারোয়ার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের খরচের বিষয়টি বিবেচনায় রাখার অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি-৬:এটুআই ইনোভেশন ফান্ডের হালনাগাদকৃত অপারেশন ম্যানুয়াল অনুমোদন

প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই-II) প্রোগ্রাম প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে শেষ হওয়ায় এটুআই ইনোভেশন ফান্ড অপারেশন ম্যানুয়ালটির মেয়াদ উত্তির্ণ হয়েছে। তিনি জানান যে, ম্যানুয়ালে উল্লিখিত প্রকল্পের নতুন নাম, পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির পুনর্গঠনসহ হালনাগাদকৃত খসড়া ম্যানুয়ালটির অনুমোদন প্রয়োজন। সভাপতি প্রস্তাবিত কার্যনির্বাহী কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বেসিস-এর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন।

এটুআই-এর পলিসি এ্যাডভাইজর জনাব আনীর চৌধুরী জানান যে, অপারেশন ম্যানুয়ালে কার্যনির্বাহী কমিটিতে সাইয়েন্টিফিক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ধরণের প্রকল্প বেশি অর্থায়ন হয় বলে এই ধরণের ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে কমিটিতে প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, যে ধরণের প্রকল্প ধারণা বা আইডিয়া ইনোভেশন ফান্ডের জন্য গ্রহণ করা হয় তার ভিত্তিতে এবং বাণিজ্যিকীকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রস্তাব করা হয়েছে। এটুআই-এর যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক জনাব ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর জানান যে, প্রস্তাবিত কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলো পর্যালোচনা করা হলে উদ্যোগসমূহের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হবার পর বাণিজ্যিকীকরণ বা কার্যক্রম সম্প্রসারণে সহায়তা পাওয়া যাবে।

বেসিস সভাপতি ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় গৃহীত উদ্যোগসমূহ বেসিস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'বেসিস ই-গভ হাব পোর্টালে' প্রদান করার প্রস্তাব করেন। ফলে, স্বচ্ছতা বজায় থাকবে এবং আইসিটি শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট এ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ উন্মুক্ত হবে।

আলোচ্যসূচি-৭-বিবিধ:

ক. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য রিপোর্টিং সিস্টেম:

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মাঠ প্রশাসন হতে আগত বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা ও অন্যান্য প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয়ের সুবিধার্থে 'অনলাইন প্রতিবেদন দাখিল সিস্টেম'-এর প্রোটো-টাইপ প্রস্তুত করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে রিপোর্টিং সিস্টেমটি তৈরী সম্পন্ন করবত হবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধিনস্থ দপ্তরসমূহ কর্তৃক এই সিস্টেমটি ব্যবহারযোগ্য করতে হবে।

খ. ইয়াং প্রফেশনালদের দৈনিক ভাতা নির্ধারণ

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক/স্নাতকোত্তর তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যুগোপযোগি করা এবং অভিজ্ঞতা নিতে আগ্রহী কর্মঠ ইয়াং প্রফেশনালদের একটি কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাছাই করে এটুআই-এর উদ্যোগসমূহে সম্পৃক্ত করা হয়েছে । বর্তমান অনুমোদিত টিএপিপি-তে ইয়াং প্রফেশনালদের জন্য মাসিক পারিশ্রমিক থোক আকারে বর্ণিত রয়েছে। প্রকল্পে তাদের দৈনিক ভাতার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। বর্তমান প্রকল্পের আওতায় তাদের দৈনিক ভাতা পূর্ববর্তী প্রকল্পের নজিরের উপর ভিত্তি করে প্রদান করা হচ্ছে । তাই,

তিনি প্রস্তাব করেন যে, টিএপিপি-তে উল্লিখিত থোক অনুযায়ী ইয়াং প্রফেশনালদের দৈনিক ভাতা বা পারিশ্রমিকের হার সদ্য পাশকৃতদের জন্য ১,০০০ টাকার পরিবর্তে ১২০০ টাকা এবং ছয় মাস উত্তির্ণদের ক্ষেত্রে ১৩৫০ টাকার পরিবর্তে ১৬০০ টাকা হারে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনা হয় যে টিএপিপিতে ইয়াং প্রফেশনালেদের মাসিকভাতার হার ৩০,০০০ হতে ৪৪,০০০ টাকা উল্লেখ আছে।

সভায় ইয়ং প্রফেশনালদের নিয়োগের বিধিবিধান/একাডেমিক যোগ্যতা/মেয়াদ/সার্ভিসের ধরন এবং জবাবদিহিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এটুআই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইয়াং প্রফেশনালগণ নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। অর্থ বিভাগের উপ-সচিব রহিমা বেগম ইয়াং প্রফেশনাল উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব সমর্থন করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) জনাব মো: মামুন-আল-রশীদ জানান যে, ইয়াং প্রফেশনালদের জন্য প্রস্তাবিত ভাতা প্রদান চলমান রেখে ভবিষতে ভাতার প্রদানের রেট উল্লেখ করে টিএপিপি-তে সংশোধন আনলে আর্থিক বিষয়ে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না। অত:পর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পারিশ্রমিক বা ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাবে সকল সদস্য সম্মতি প্রদান করেন।

৩) সভায় আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান
৩.১।	ক) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহের ডিজিটাইজেশনের কার্যক্রম অতিদ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে সহায়তা প্রদান করতে হবে।	জুন ২০২০	এটুআই
		সেপ্টেম্বর ২০২০	এটুআই ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
	খ) একপে উদ্যোগের জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহার বৃদ্ধিতে সরকারি সকল ফি অনলাইনে প্রদান বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিসেম্বর ২০২০	এটুআই
		ডিসেম্বর ২০২০	এটুআই
	গ)আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিকে সম্পৃক্ত করে ই-নথি সিস্টেমের সম্প্রসারণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	সেপ্টেম্বর ২০২০	এটুআই
	ঘ) ই-নথি সিস্টেমের ব্যবহারকালীন সময়ে গতি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঙ) ই-নামজারিসহ এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগসমূহের যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		
৩.২।	প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	জুন ২০২০	এটুআই
৩.৩।	সমাপ্তকৃত এটুআই প্রকল্পের আওতায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯-এর মধ্যে সম্পাদিত ও চলমান সকল ক্রয়-সংক্রান্ত চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারকসমূহ বর্তমান প্রকল্পে স্থানান্তরিত হবে এবং আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ করে এ সংক্রান্ত অপরিশোধিত বিল পরিশোধ করতে হবে।	জুন ২০২০	এটুআই
৩.৪।	একশপের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।		এটুআই
৩.৫।	জেলা ব্যান্ডিং-এর আওতায় পণ্যসমূহ যুক্ত করে সকল পণ্য 'একশপ' ই-কমার্স প্লাটফর্মের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে প্রচার এবং বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সেপ্টেম্বর ২০২০	এটুআই ও কৃষি মন্ত্রণালয়
৩.৬।	একশপ উদ্যোগটি একটি বেসরকারি কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	ডিসেম্বর ২০২০	এটুআই
৩.৭।	প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় ডিজিটাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে।	জুন ২০২০	এটুআই
৩.৮।	ডিজিটাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ ভাতা, ইন্টারনেট চার্জ এবং অন্যান্য খরচ আর্থিক নিয়ম অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের প্রদান করা হবে।		এটুআই
৩.৯।	এটুআই ইনোভেশন ফান্ডের অপারেশন ম্যানুয়ালে প্রস্তাবিত কার্যনির্বাহী কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে হালনাগাদকৃত ম্যানুয়ালটি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।	জুন ২০২০	এটুআই
৩.১০।	ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় গৃহীত উদ্যোগসমূহ বেসিস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'বেসিস ই-গভ হাব পোর্টালে' উন্মুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	জুন ২০২০	এটুআই ও বেসিস
৩.১১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য প্রস্তুতকৃত 'অনলাইন প্রতিবেদন দাখিল সিস্টেম'-টি বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	আগস্ট ২০২০	এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩.১২।	এটুআই প্রকল্পে বিভিন্ন উদ্যোগে সম্পৃক্ত ইয়াং প্রফেশনালদের দৈনিক ভাতা বা পারিশ্রমিকের হার সদ্য পাশকৃতদের জন্য ১,০০০ টাকার পরিবর্তে ১,২০০ টাকা এবং ছয় মাস উত্তির্ণদের ক্ষেত্রে ১,৩৫০ টাকার পরিবর্তে ১,৬০০ টাকা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বিষয়টি পরবর্তী পিএসসি সভায় উপস্থাপন করতে হবে, এবং পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাস্তবায়ন করা হবে।	জুন ২০২০	এটুআই
৩.১৩।	ইয়াং প্রফেশনালদের দৈনিক ভাতা/ পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করে পরবর্তীতে টিএপিপি সংশোধন করতে হবে।		এটুআই

০৪। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এন এম জিয়াউল আলম
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৬.০০.০০০০.০২৩.৩২.০০৫.২০.১৪৭

তারিখ: ৪ আষাঢ় ১৪২৭
১৮ জুন ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২) সচিব, সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ
৩) অতিরিক্ত সচিব, সংস্কার অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪) অতিরিক্ত সচিব (রুটিন দায়িত্ব), প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৫) প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) যুগ্ম-প্রধান, প্যামস্টেক অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৭) প্রধান হিসাবরক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮) পরিচালক, পরিচালক - ৮, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৯) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১০) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
১১) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১২) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৩) সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
১৪) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১৫) সচিব , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
১৬) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৭) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
১৮) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৯) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
২০) যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
২১) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
২২) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
২৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
২৪) মহাপরিচালক (নিবিড় পরিবীক্ষণ ও গবেষণা), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
২৫) উপ-প্রধান, পরিকল্পনা অধিশাখা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
২৬) আবাসিক প্রতিনিধি, উধ্বতন কর্মকর্তা, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ
২৭) সভাপতি , এফবিসিসিআই
২৮) সভাপতি , ডিসিসিআই
২৯) সভাপতি , বেসিস
৩০) সভাপতি, ই-কমার্চ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
৩১) প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম
৩২) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র সহকারী প্রধান